আদর সিংহাসন ব্রত

আদর সিংহাসন ব্রত

আদর সিংহাসন ব্রতের সময় বা কাল- আদর সিংহাসন ব্রত একটি বৈশাখ মাসের ব্রত। মহাবিষুব চৈত্র সংক্রান্তিতে এই ব্রত নিতে হয় আর চার বছর এই ব্রত পালন করে বৈশাখী সংক্রান্তি (বিষ্ণুপদী)-তে এর উদযাপন করার নিয়ম। সকল এয়ো-স্ত্রীলোক বা সধবা রা এই ব্রত নেওয়ার অধিকারিণী।

আদর সিংহাসন ব্রতের দ্রব্য ও বিধান- সারা বৈশাখ মাস ধরে প্রতিদিন সকালে একজন সধবা স্ত্রীলোক একজন ব্রাহ্মণ কে ফুলের মালা পরিয়ে কপালে চন্দনের ফোটা আর হাতে কিছু মিষ্টান্ন ও কিছু দক্ষিণা দিতে হবে।

সধবা স্ত্রীর মাথায় গন্ধ তেল দিয়ে, ভালো করে চুল আঁচড়ে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে লাল পেড়ে শাড়ি পরিয়ে দেবে। পায়ে আলতা, হাতে কর ও লোহা (নোয়া) পরিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

এরপর সিঁদুর চুপড়ি, আয়না ,চিরুনি, আলতা ও পয়সা দিয়ে, খুব তৃপ্তি করে ভোজন করাবে আর বিকালে নানা রকমের ফলমূল, মিষ্টান্ন,ক্ষীর ইত্যাদি তার হাতে তুলে দেবে।

এই সঙ্গে ব্রাহ্মণকেও কাপড় ,চাদর, খড়ম, ছাতি ,চন্দন ও ফুলের মালা পরিয়ে খুব যত্ন করে ভোজন করাতে হয় আর বিকেলে নানা রকম ফল – মূল মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দেওয়ার নিয়ম।

সারা বৈশাখ মাস ধরে এই ভাবে ব্রত পালন করে যেতে হবে। দ্বিতীয় বছরের দুজন সধবা ও দু’জন ব্রাহ্মণ, তৃতীয় বৎসরে তিনজন সধবা ও তিনজন ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ বছরে চার জন সধবা ও চার জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করতে হবে।

এরপর চারজন সধবা কে একত্রে বসিয়ে তাদের পায়ে ধুয়ে আলতা পরিয়ে দিতে হবে আর লাল পেড়ে শাড়ি,সিঁদুর কৌটো, সিঁদুর চুপড়ি, পাখা, গামছা, চিরুনি, আয়না, আলতা, মাথা ঘষা,

ইত্যাদি দিয়ে চন্দন মালা পরিয়ে খুব তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করাতে হবে, আর

বিকেলে নানারকম ফল – মূল , মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দেওয়া প্রয়োজন। চারজন ব্রাহ্মণ এর পরিবর্তে একজন ব্রাহ্মণ হলেও চলবে।

তবে সেই ব্রাহ্মণকেও এই রকম গন্ধদ্রব্য, মালা, কাপড়, চাদর ,পাদুকা, ছাতা, ও পৈতে দেওয়ার নিয়ম। ব্রাহ্মণকেও সকালে বেশ ভালো করে ভোজন করাতে হবে আর বিকেলে ফলমূল মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দিতে হবে।

আদর সিংহাসন ব্রতের ফল- আদর সিংহাসন ব্রত একটি বৈশাখ মাসের ব্রতকথা। এই আদর সিংহাসন ব্রত সব ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রত। এর ফলে যে স্ত্রীলোক এই ব্রত পালন করে সে সকলের কাছেই আদর পায়। ব্রতের শেষে ব্রতকথা পড়া বা শোনা অবশ্যই কর্তব্য।

সকল ব্রতের সেরা আদর সিংহাসন।
সবার আদর পায় সে নারী যে করে পালন।

Published on: Jan, 09 2023 14:17